1.3. 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন বা চার্টার অ্যাক্ট (Charter Act of 1813)

1813 খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনে মিশনারিদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার এবং ভারতের নিজস্ব প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাই এই সনদ আইনে শিক্ষা সংক্রান্ত ধারাকে ভারতে সরকারি উদ্যোগে শিক্ষাবিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়। এর আগে কখনও স্বীকার করা হয়নি যে, শিক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

Scanned by CamScanner

1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন পাস হওয়ার আগে মিশনারিদের শিক্ষা উদ্যোগকে কোম্পানি নানাভাবে বাধা দিয়েছে। কিন্তু এই আইনে 13 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রজাদের স্বার্থ, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি এবং সেই জন্য কার্যকারী জ্ঞান প্রচার ও নৈতিক মান উন্নয়নের দায়িত্ব ইংল্যান্ডকে গ্রহণ করতে হবে। এইসব কাজ করার জন্য শিক্ষা প্রবর্তনে ইচ্ছুক যে-কোনো ব্যক্তি ভারতে যেতে ও থাকতে পারবে এবং তাদের সব রকম সুবিধা দেওয়া হবে। মিশনারিদের কথা প্রত্যক্ষ করে এই ধারায় বলা না হলেও এই ধারা অনুসরণ করে মিশনারিরা ব্রিটিশ ভারতে এসে শিক্ষা ও ধর্মপ্রচারের যে দাবি বহুদিন যাবৎ করে আসছিল সেই দাবি পূরণ হল।

1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের 43 নং ধারায় বলা হল—

1. ব্রিটিশ ভারতের সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি বিধান এবং পণ্ডিতদের উৎসাহ দান করার জন্য কোম্পানি অর্থব্যয় করবে।
2. এদেশে অধিবাসীদের বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কোম্পানি অর্থব্যয় করবে। সব মিলিয়ে কোম্পানি খরচ করবে বছরে এক লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এই ধারায় ভারতের ধর্ম, নৈতিকতা ও শিক্ষার মান পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ ও অর্থব্যয়ের কথা ঘোষণা করা হল।

ভারতে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের এই সনদ আইনে 13 ও 43 নং ধারা দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 43 নং ধারায় শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও শিক্ষার জন্য রাজকোশ থেকে অর্থব্যয় এই তিনটির দায়িত্ব শাসক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করল। কিন্তু একটি সংশয় রয়ে গেল, এই প্রস্তাবনায় নির্দিষ্ট করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার কথা উল্লেখ করা হল না। এইভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের বীজ রোপণ করা হল। যার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষারই বিস্তার হয়েছিল, প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

1.3.1. সনদ আইনের ঐতিহাসিক মূল্য, গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Historical Values, Importance, Significances of Charter Act)

1813 খ্রিস্টাব্দে সনদ আইন ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করল। 13 নং প্রস্তাবনায় মিশনারিদের জয় ঘোষিত হল। বিনা বাধায় মিশনারিরা ভারতে অবাধে প্রবেশের অধিকার অর্জন করল। এবং ভারতে কর্মরত মিশনারিরা দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগের সুযোগ পেলেন। এককথায় এই আইনে মিশনারিদের শিক্ষা প্রচারে সমস্ত বাধা অপসারিত হল। দলে দলে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে মিশনারিরা ভারতে আসতে শুরু করল এবং বহু ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত সুদৃঢ় করল। তবে মিশনারিদের এই জয়কে সার্বিক জয় হিসেবে ধরা চলে না। কেননা শিক্ষা প্রবর্তন ও উন্নয়নে প্রকৃত দায়িত্ব দেওয়া হল একটি কমিটির উপর যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'সাধারণ শিক্ষা-পরিষদ' (General Council of Public Instruction, সংক্ষেপে GCPI)। তা ছাড়া মিশনারিদের দাবি অনুযায়ী খ্রিস্টধর্মের ভিত্তিতে শিক্ষাদান বিষয়টি সনদে স্বীকৃতি পায়নি। তাই এই সময় থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার পটভূমি তৈরি হয় যার প্রভাব আমাদের দেশে আজও অব্যাহত রয়েছে।

সনদের 43 নং ধারাটি লক্ষ করলে দেখা যায় শিক্ষাখাতে সরকারি রাজস্ব থেকে অর্থ ব্যয় করাকে আইনসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু যে শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা হবে সেই শিক্ষা প্রাচ্য কী পাশ্চাত্য সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোকপাত করা হয়নি। তাই আমরা সনদ আইনের পরবর্তী ঘটনার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব প্রকটভাবে দেখতে পাই। অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রটি নির্দেশিত না হওয়ায় পাশ্চাত্যবাদীরা তর্ক যুক্তির মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষায় অর্থব্যয় করতে সক্ষম হয়। তাই বলা যায়, এই আইন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পথকে অনেকটা সুগম করেছিল।

1813 খ্রিস্টাব্দে সনদ আইন ছিল আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর, কারণ—

প্রথমত, এই সনদের অস্পষ্টতার জন্য পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা সহজসাধ্য হল। তাই 1835 খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তার মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা সরকারি স্বীকৃতি লাভ করল।

দ্বিতীয়ত, সনদের মধ্যে নিহিত ছিল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বীজ, যা স্বাধীন ভারতে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃত। যদিও এই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতিটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের শাসন ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্যই গ্রহণ করেছিল। তবে এই নীতির ফলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা নিঃসন্দেহে উপকৃতই হয়েছিল।

তৃতীয়ত, শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের উদ্যোগকে উৎসাহদান পরোক্ষভাবে বেসরকারি উদ্যোগকেই অনুপ্রাণিত করেছে। তাই আজও আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি চলছে।

1813 খ্রিস্টাব্দে সনদ আইন একটি আপস রক্ষা আইন। কিন্তু এই সাময়িক আপসের মধ্যে লুকিয়ে ছিল ভবিষ্যৎ শিক্ষা দ্বন্দ্বের বীজ। যা থেকে উঠে এসেছিল আধুনিক শিক্ষার কাঠামোটি। অপরদিকে এই আইন ইংরেজি শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করেছিল। তাই বলা যায়, "The Charter Act of 1813 forms a milestone in the history of modern education in India." অর্থাৎ আধুনিক ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন একটি ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ।

1.3.2. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থীদের দ্বন্দ্ব (Oriental-Occidental Controversy)

পটভূমি: যে-কোনো দেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অনেক দিনের জমে থাকা সমস্যার কোনো একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার সমাধানের পথ খুঁজে নেয়। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব সেই রকম একটি ঘটনা। ভারতের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এদেশের শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য, পন্থা, পদ্ধতি, মাধ্যম প্রভৃতি নিয়ে বহুদিন ধরে নানা মতবাদ গড়ে উঠেছে। এর ফলশ্রুতি হল

Scanned by CamScanner

বিরোধিতা ও সংঘাত। এই সংঘাতের প্রথম সূচনা হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর থেকে। মতপার্থক্য দেখা যায় একদিকে Sulivan, অপরদিকে Hasting ও Duncun-এর মধ্যে। এরপর মতপার্থক্য হয় চার্লস গ্রান্ড ও লর্ড মিন্টো-র মধ্যে, মতপার্থক্য প্রকাশ পায় লর্ড মেকলে ও প্রিন্সেপ-এর মধ্যে। শেষোক্ত অংশ নিয়েছিলেন সরকারি কর্মী, বেসরকারি ইউরোপীয়ান মিশনারিরা, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দেশীয় নেতারা। সংঘাত জাতীয়তা বা বর্ণের ভিত্তিতে ছিল না। সংঘাত ছিল মতাদর্শের। তাই পাশ্চাত্যবাদীদের দলে ছিল সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি ইংরেজ, মিশনারি এবং দেশীয় নেতৃত্বের একাংশ। আবার প্রাচ্যবাদীদের দলে ছিলেন কিছু সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি ইংরেজ এবং দেশীয় পণ্ডিত সমাজের একাংশ। এইভাবে সূচনা হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব।

বিতর্কের বিষয় (Subject of Controversy)

দুটি শিবিরের পার্থক্য ছিল কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। এই প্রশ্নগুলি হল সরকারি উদ্যোগে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার বিষয়বস্তু, সরকারি দায়িত্বের ব্যাপ্তি এবং শিক্ষার ভাষা মাধ্যম।

- **শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রশ্নে**—রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক প্রভৃতি সব রকম যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাচ্যবাদীদের মতে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্য অনস্বীকার্য। সুতরাং সংস্কৃত, আরবি ও ফরাসি ভাষার পুনরুজ্জীবন বাঞ্ছনীয়। এই পথে রক্ষণশীল অভিজাত সমাজকে জয় করা যাবে। তা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করতে গেলে রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যবাদীদের মতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, প্রকৃত সংস্কৃতি এবং ওই সংস্কৃতির নৈতিক পুনরুজ্জীবন আনতে পারবে। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার করাই সরকারের নৈতিক কর্তব্য। এর মাধ্যমে দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে জয় করা যাবে। স্বল্প ব্যয়ে সুদক্ষ সরকারি কর্মচারী পাওয়া সহজ হবে।
- **সরকারি দায়িত্বের ব্যাপ্তি**—সম্পর্কে উভয় দলের মতপার্থক্য কম ছিল। প্রাচ্যবাদীরা যে উচ্চমানের প্রাচীন শিক্ষার কথা বলেছিলেন তা ছিল অভিজাত হিন্দু ও মুসলমান সন্তানদের জন্য। প্রাচীন ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন শিক্ষা সাধারণ জনগণের আয়ত্তের বাইরে ছিল। সুতরাং জনসাধারণের শিক্ষার কথা প্রাচ্য বিদ্যাপন্থীরা বলেননি। অপর দিকে পাশ্চাত্যবাদীরা পরিষ্কারই বলেছেন যে, জনশিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের নয়। বিরাট দেশের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা সীমিত আর্থিক বরাদ্দ দ্বারা সম্ভব নয়। জনসাধারণকে শিক্ষিত করার জন্য শিক্ষক তৈরি করাই সরকারের দায়িত্ব। ইংল্যান্ডের মতো ভারতের উচ্চশিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা পাশ্চাত্যবাদীরা বললেন। কারণ আধুনিক শিক্ষার ধর্মই হল উচ্চশ্রেণি থেকে নিম্নশ্রেণির মধ্যে চুঁইয়ে পড়া। তাই গণশিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে শিক্ষিত উচ্চশ্রেণি সাধারণ জনগণকে শিক্ষিত করবে। এইভাবে পাশ্চাত্যবাদীরা সরকারি দায়িত্ব সীমিত করলেন।

Scanned by CamScanner

- **শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রশ্নে**—প্রাচ্যবাদীদের অভিমত ছিল প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শনই হবে মূল পাঠক্রম। তবে অনুবাদের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য জ্ঞানও একই সঙ্গে দেওয়া চলবে। পাশ্চাত্যবাদীরা দাবি করলেন, ব্যাবহারিক নয় এমন প্রাচ্য জ্ঞান প্রয়োজন নেই, এবং তার বদলে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন।
- **ভাষার প্রশ্নে**—উভয় দলের মতৈক্য ছিল যে, দেশীয় আধুনিক ভাষাগুলি এমন উন্নত নয় যে শিক্ষার বাহন হতে পারে। কিন্তু মতানৈক্য ছিল অনেক। প্রাচ্যবাদীরা আরবি, ফারসিকে শিক্ষার ও সরকারি কাজের বাহন করতে চাইছিলেন। অপরদিকে পাশ্চাত্যবাদীরা ইংরেজিকে বাহন করতে চাইছিলেন। তাঁদের মতে, ইংরেজি ভাষার অফুরন্ত সম্ভার থেকে আহরণ করে যখন দেশীয় ভাষাগুলি উন্নত হবে তখন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রশ্ন বিবেচনা করা হবে। সুতরাং মাতৃভাষার ভবিষ্যতের দাবিকে স্বীকার করেও তারা সেই সময় ইংরেজিকেই একমাত্র মাধ্যম করার দাবি জানালেন। ***H T Princep***-এর নেতৃত্বে প্রাচ্যবাদী এবং ***C E Travelyan***-এর নেতৃত্বে পাশ্চাত্যবাদীরা বৈষম্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উভয় পক্ষের বক্তব্য সরকারের কাছে পেশ করলেন।

প্রাচ্যবাদীরা বললেন যে, ঐশ্বর্যসম্পন্ন প্রাচ্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্য জ্ঞান সম্পর্কে দেশীয় মানুষদের বিরূপ মনোভাব রয়েছে। এদেশের সমাজ প্রাচীন ঐতিহ্যের বিষয়ে স্পর্শকাতর। তাই কোনো হস্তক্ষেপ হলে প্রতিক্রিয়া হবে। পাশ্চাত্য জ্ঞানের জন্য অনুবাদ পদ্ধতি যথেষ্ট ফলপ্রসূ।

অপরদিকে পাশ্চাত্যবাদীরা বললেন যে প্রাচ্য বিদ্যা অন্তঃসারশূন্য এবং অচল। পাশ্চাত্য বিদ্যা সম্পর্কে এদেশে আগ্রহ প্রবল। অনুবাদ পদ্ধতিও সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বহু অর্থব্যয়ে অনূদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত বইগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে না। অথচ ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক অতি অল্প সময়ে বিক্রিত হয়ে গেছে। উচ্চমানের প্রাচীন গ্রন্থ ছাপানো এবং অনুবাদ করা অবাঞ্ছিত নয়। কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান পরিবেশন করা সম্পূর্ণই অবাস্তব।

Scanned by CamScanner